মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৩৮

ইন্দোনেশিয়ায় চার্চে বোমা বিস্ফোরণ উদ্বেগের

ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন চার্চে টানা বিস্ফোরণ এবং আত্মঘাতী বোম বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের অন্যতম মুসলিম প্রধান দেশ। সেই দেশে এমন জঙ্গি হানা কেন তা অবশ্যই দেখা দরকার। তবে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য যে চার্চগুলি তা বলায় অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখতে হবে যে চার্চের ওপর আক্রমণকারীদের আক্রোশ কেন। এই হামলায় এ পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। জখম হয়েছে বহু। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ইন্দোনেশিয়ার সুরাবেয়া এবং পূর্ব জাভায়। তিনটি চার্চে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার প্রচার এজেন্সি আমাক রবিবার এই ঘটনার কথা জানিয়েছে। আক্রমণের ধরণ দেখে মনে হয়, আইএস জঙ্গিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত আত্মঘাতী বাহিনী সকালে চার্চে প্রার্থনায় সময়ে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়। পূর্ব জাভার একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার ভোরে যখন চার্চে প্রার্থনা চলছিল সেই সময়ে তিনটি চার্চে বোমা বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে মানুষজন আতঙ্কিত। এমন ঘটনা নিন্দার। ইন্দোনেশিয়া সরকার অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার করবে, এটাই প্রত্যাশিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান দরকার।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আমি যাচ্ছিলাম তোমার খুঁজতে। ভাবতাম এতো বেলা, বুঝি পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালালো! তোমার চোখ তখন যা দেখেছিলাম—ভাবলাম বুঝি নারায়ণ শাস্ত্রীর মত পালালো। তারপর ভাবলাম, না সে পালাবে না; সে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আবার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত কথা কহিতেছেন। রাখাল, লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)--আচ্ছা, কেহ কেহ কৃষ্ণলীলার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করে; তুমি কি বলো?

মণি— নানা মত, তা হলেই বা। ভীষ্মদেবের কথা আপনি বলেছেন, শরশয্যায় দেহত্যাগের সময় বলেছিলেন, কেন কাঁদছি? যন্ত্রণার জন্য নয়। যখন ভাবছি, সাক্ষাৎ নারায়ণ অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন অথচ পাণ্ডবদের এত বিপদ, তখন তাঁর লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই কাঁদছি।

''আবার হনুমানের কথা আপনি বলেছিলেন, হনুমান বলতেন, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র ওসব জানি না আমি কেবল এক রাম চিন্তা করি।'' ''আপনি তো বলেছেন দুটি জিনিস বইতো আর কিছু নাই **ব্রহ্ম আর শক্তি**। আর বলেছেন, **জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান)** হ'লে ঐ দুইটি এক বোধ হয়। **একের দাই নাই**।'' শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ বটে; চীজ নেবে তা কাঁটাবন দিয়েই হউক আর ভাল রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েই হউক। ''নানা মত বটে। ন্যাঙটা বলতো, মতের জন্য সাধুসেবা হ'লো না। এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। অনেক সাধু সম্প্রদায়; সবাই বলে আমাদের সেবা আগে, তারপর অন্য সম্প্রদায়। কিছুই মীমাংসা হ'লো না ; শেষে সকলে চলে গেল! আর বেশ্যাদের খাওয়ানো হ'লো!''

দিনপঞ্জিকা

৩১ বৈশাখ, ভাঃ ২৫ বৈশাখ, **১৫ মে,** ৩১ বহাগ, সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৮ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০৭। **মঙ্গলবার, অমাবস্যা** অপরাহ্ন ঘ ৫।৩৭ মিঃ। ভরণীনক্ষত্র দিবা ঘ ১১।১১ মিঃ। সৌভাগ্যযোগ প্রাতঃ ঘ ৫।৩৫ পরে শোভনযোগ রাত্রি ঘ ৩।১৬ মিঃ। চতুষ্পদকরণ দিবা ঘ ৬।১৯ গতে নাগকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৭ গতে কিস্তুঘ্নকরণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ১১।১১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ণ ঘ ৪।৫৭ গতে বৃষরাশি বৈশবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। **মৃতে**— একপাদদোষ, দিবা ঘ ১১।১১ গতে ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী— ঈশানে,** অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৭ গতে পূর্ব্বে। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৩৯ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৫০ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।২৮ গতে ৮।৫০ মধ্যে। **যাত্রা**-- নাই, দিবা ঘ ১১।১১ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ঘ ২।৫০ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৭ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম-- বিবিধ**— অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমবস্যার ব্রতপোবাস**। অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৭ মধ্যে **গোসহস্রীযোগ, গঙ্গাস্নানে সহস্র গোদান তুল্য ফল সমফল। জৈনধর্মালম্বীদের বটসাবিত্রী ব্রত (অমাবস্যার পক্ষে) অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৭ গতে মলমাস প্রবৃত্তিঃ (আরম্ভ)**। অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩৭ গতে মলচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ হিন্দি জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক আরম্ভ। **বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি**--সংক্রান্তিকৃত্য, স্নানদানাদি এবং **অনধ্যায়**। রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্তব্য। প্রদোষে সন্ধ্যা ঘ ৬।০৭ গতে রাত্রি ঘ ৭।৪৩ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। গোস্বামীমতে শ্রীকেশব ব্রত সমাপন।** মহর্ষি **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস**। (১৫ মে, ১৮১৭ খ্রীঃ) **আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস** (১৫ মে)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।২৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৩১ বৈশাখ, ভাঃ ২৫ বৈশাখ, **১৫ মে,** ২৮ শাবান, ৩১ বহাগ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।০৫, **মঙ্গলবার,** অমাবস্যা অপঃ ঘ ৫।৩৬ মিঃ, সেহরী শেষ ৩।২৭, ইফ্‌তার ৬।১৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''বিশ্ব পরিচয়''

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

মৃত্যুর চার বছর আগে আশ্বিন ১৩৪৪-এ ''ছাত্রদের শিক্ষার উপযোগী হতেও পারে''এমন একটি বিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নাম 'বিশ্বপরিচয়'। তিনি তাঁর প্রীতিভাজন বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামের সঙ্গে এই বইখানি যুক্ত করেছেন; লিখেছেন, ''আমার এই দুঃসাহসের দৃষ্টান্ত যদি কোনও মণিষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্য কর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।'' অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ছাত্রদের উপযোগী বিজ্ঞানের বই লেখার সূচনা করে, এই দায়িত্বকে প্রকারন্তরে সাহিত্যরসিক ও বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ওপরই অর্পণ করেছেন কবি।

বইটি লেখার যুক্তি কী? রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।'' বাল্যশিক্ষক সীতানাথ দত্ত ফুটন্ত জলে কাঠের গুঁড়োর ওঠা নামা দেখিয়ে বালক কবিকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নামতে থাকে। তিনি পিতার সাথে ডালহৌসী পাহাড়ে গিয়ে রাতের আকাশে রাশি রাশি গ্রহনক্ষত্র দেখেছিলেন; পিতার কাছে জেনেছিলেন তাদের অনেকের নাম ও প্রদক্ষিণ পথ। ক্লাসে ছাত্রদের পড়াবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছেন পড়েছেন তিনি। প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে জেনেছেন হাক্সলির এক সেন্ট প্রবন্ধ মালা থেকে। কয়েকটি প্রামান্য গ্রন্থ সামনে রেখে তিনি ''বিশ্ব পরিচয়'' লিখছেন; বলেছেন ''যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।''

'পরমাণুলোক' অধ্যায়ে-- একটি সহজ সত্যের কথা বললেন কবি। আমাদের 'ভালোমন্দ লাগা, আমাদের সুখদুঃখ' আমরা বোধ শক্তি ও অনুভূতিগুলি দিয়ে বুঝি। কিন্তু যে পৃথিবী আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে জানতে দরকার বুদ্ধির দৌড়। চোখের দৃষ্টি দিয়ে নয়, বুদ্ধির দৌড় দিয়ে আমরা জেনেছি সূর্য এই পৃথিবীর থেকে চৌদ্দ লক্ষগুণ বড় এবং দুয়ের মধ্যে দুরত্ব ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। আবার বিজ্ঞানের একটা মস্ত আবিষ্কার হল আলো, যা সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে সাড়ে আট মিনিট। এই অলোতে একটি নয় অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। সূর্যের আলো খালি চোখে সাদা দেখায়; কিন্তু তিন পিঠওয়ালা কাঁচের পরকলা দিয়ে দেখলে তাতে দেখা যায় বেগুনি, নীল, অতিনীল, সবুজ, হলদে, কালো আর লাল রং বিছানো আছে। এটা স্যার উইলসন হার্শেল নামে ইংল্যান্ডের এক মস্ত জোতির্বিজ্ঞানীর আবিষ্কার। বিজ্ঞানের জরিপে যুক্ত হয়েছে র‍্যান্টজেন আলো, যে আলোর সাহায্যে দেহে চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাতগুলো দেখা যায়।

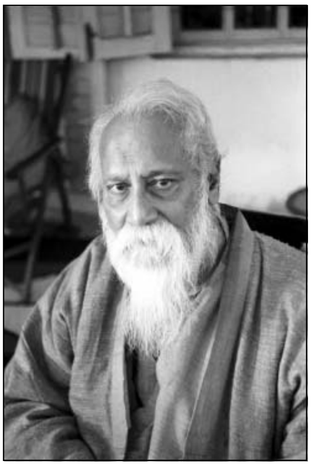

কবি লিখেছেন যে, এই পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তুর ওপর আলো ও তাদের তারতম্য ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা ৯২টি মৌলিক পদার্থের খবর দিয়েছেন। ৩৬টি বাদে বাকিগুলির কী হল সেই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। আবার সব জিনিস সব রং নিজের মধ্যে নেয় না, তার ফেরৎ দেওয়া রংটাই আমরা দেখতে পাই। এই ত্যাগের দানেই চুনী হয় লাল। বুড়ো মানুষের চুল সাদা রঙে ভিজিয়ে দেয়, তাই পাকাচুলের রং সাদা। এরপর পরমাণু, অতি পরমাণু, ইলেকট্রিসিটি, প্রোটন-ইলেকট্রন-পজিট্রন-এর কথা বলেছেন কবি। র‍্যাদারফোর্ড-এর পরমাণু রহস্যভেদ, ইউরেনিয়াম ভেঙে মাদাম কুরির রেডিয়াম আবিষ্কার, হিলিয়াম গ্যাস, মহাজাগতিক রশ্মি, কস্মিক রশ্মিরও পরিচয় এই পুস্তকে সরল ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে।

'নক্ষত্রলোক' অধ্যায়ে কবি বিজ্ঞানের চিহ্নওয়ালা ভাষা ব্যবহার করেননি। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষাতে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। সহজ চোখে মানুষ দেখেছিল অবিচল পৃথিবীতে সূর্য নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু দূরবীণ-এর মতো বিশ্বদেখা চোখে দেখা গেল এই পৃথিবী দরবেশি নাচের মতো পাক খেতে খেতে ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যের চারদিক ঘুরে আসছে। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টির আগে ছিল একটা পরিব্যপ্ত জ্বলন্ত গ্যাস যা কোটি কোটি বছর ধরে ঠান্ডা হয়ে ছোট ছোট টুকরোতে ভেঙে এই নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেছে। আকাশে সূর্যের থেকে লক্ষগুণ দূরে--নানা আকারের অসংখ্য নক্ষত্র আছে যাদের দূরত্ব মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা আলো-বছরের মাপ তৈরি করেছেন। যা 'এক বছরে এক লক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল যায়।' আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব চার আলো বছর।

দূরবীণ ও ফটোগ্রাফির সাহায্যে দেখা যায় যে, সূর্য তার গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার সঙ্গে ঘুরছে নক্ষত্র মন্ডলের সব তারাগুলি। কবি লিখেছেন, ''ঘূর্ণিপাকের এই টানকে ন্যূটন (Newton) নাম দিলেন Power of Gravitation, বাংলায় বলা যেতে পারে মহাকর্ষ। নক্ষত্রগুলো মহাকাশে এক একটা দ্বীপের মতো কোটি কোটি বছর ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে একটা মহাবিশ্ব যা কোনও কোনও পন্ডিতের মতে, ক্রমশই ফুলে উঠছে। সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও হয়েছে বিস্তারিত। এই মহাবিশ্বে রয়েছে অ্যালগম নামে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, লার্সেটি বা গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশি ইত্যাদি। এই নক্ষত্ররাশি কেউ পূর্বের কেউ বা পশ্চিমের পথ ধরে চলেছে। সূর্য দৌড়াচ্ছে সেকেন্ডে বারো মাইল বেগে, আবার কারো দৌড় বেগ সেকেন্ডে সাতশো মাইল।

'সৌরজগৎ' সৃষ্টির দুটি মত। একটি মতে, এক নক্ষত্রের টানে সূর্য থেকে ছিটকে যাওয়া টুকরোগুলি থেকে গ্রহদের উৎপত্তি এবং পৃথিবী যাদের একটি। অন্য মতে, সূর্যের মতো আরেকটি নক্ষত্র সূর্যকে ধাক্কা মেরে তার একটা গ্যাসীয় অংশকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল। পারস্পরিক আকর্ষণের জেরে সেই জ্বলন্ত গ্যাস থেকে জন্মেছে গ্রহমণ্ডলী। আলুর মাঝে কাঠি লাগিয়ে তাকে আলোর চারদিকে ঘোরালে একটা দিনের কথা জানা যায়। পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতি, সূর্য থেকে বের হওয়া আম্ব্রা ও পেনাম্ব্রা গ্যাসের কথা বলা হয়েছে। এইসব গ্যাস গাছের গুঁড়ির ভিতরে চক্রচিহ্ন তৈরি করে, যা দেখে গাছের বয়স পরিমাপ করা যায়।

গ্রহলোকের পৃথিবী ইত্যাদি প্রায় গোলাকৃতি গ্রহগুলি সূর্য নামক নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরছে। এদের প্রত্যেকের ঘোরার নির্দিষ্ট পথ আছে এবং এরা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধ-এর লাগে ৮৮দিন, শুক্রের ২২৫দিন, পৃথিবীর ৩৬৫ দিন, মঙ্গলের ৬৮৭ দিন। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে রয়েছে asteroid বা গ্রহিকা, পরে শনি, য়্যুরেনাস, নেপচুন ও অনুগ্রহ প্লুটো। পৃথিবীর উপগ্রহ একটি। বৃহস্পতি ও শনির দশটি করে, শনির চারদিকে একটি বেষ্ঠনী আছে।

পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতির অনেকটাই আমার জানতে পেরেছি। এর উপরের আঢাকা অংশ ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে কুঁচকে গেল। তৈরি হল পাহাড়, পর্বত, সমভূমি। মাটি ঠান্ডা হলে বাষ্প হল জল। ভিতরের গরম স্তরের তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ চলাচল করায় উপরের ভাগে হয় ভূমিকম্প, যার তীব্রতা মাপার জন্য তৈরি হয়েছে Sesmograph বা ভূকম্পলিপি নামক একটা যন্ত্র। আবার পৃথিবী সবটা জলময় নয় এবং একে ঘিরে থাকা বাতাসে আছে শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাস। অক্সিজেনে লোহায় মরচে পড়ে, অঙ্গার পদার্থের সঙ্গে মিশে আগুন জ্বালায়। গাছপালা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। বাতাসের ঘনত্ব পাখীকে উড়তে সাহায্যে করে, সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি। বাতাসের সব থেকে কাছের স্তর toposphere, তার উপরে স্তর Stratosphere আরো উঁচুতে অন্যান্য স্তরগুলি আছে। পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসা অংশ থেকে তৈরি হয়েছে চাঁদ, যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ২৯ হাজার মাইল। চাঁদের টানে সমুদ্রের জলে জোয়ার ভাটা হয়।

পৃথিবীর জন্মের দেড়কোটি বছর পরে সমুদ্রের জলে প্রাণের সঞ্চার হল। বিবর্তনের সর্বশেষ স্তরে এসেছে মানুষ। বিভিন্ন প্রজাতির জীবকোষের দুটি প্রধান ক্রিয়া হল, বাইরে থেকে খাবার যুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা এবং নিজের অনুরূপ জীবকে উৎপন্ন করা--অর্থাৎ আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। কবির শেষ কথা, ''জড় থেকে জীব একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচানোর সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধকরি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।''

বিজ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যার্থীদের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে কবির এ এক আয়াসী প্রয়াস। আর এ কাজের দায়িত্ব সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। প্রামান্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি তিনি ছাত্রদের উপযোগী আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেছেন। 'বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য' অধিকাংশ মানুষের অজানা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি একত্রে গেঁথে তিনি মানুষকে আধুনিক যুগের উপযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আর বিজ্ঞানের সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপর তিনি যে আস্থা রেখেছিলেন তা বিফল হয়নি। বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় জনমুখী বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৯৪৮ সালে স্থাপন করলেন ''বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ''। তাঁরই উদ্যোগে ও উৎসাহে প্রকাশিত হল ''জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি পত্রিকা। সতেন্দ্রনাথ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন, ''যাঁরা বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।''

যোজনা ডায়েরি

(২১ নভেম্বর–২০ ডিসেম্বর, ২০১৭

পর্ব ১৫

অর্থনীতি

- **বিমুদ্রাকরণে ২৫ লক্ষ জমা, নোটিস আয়কর দপ্তরের:**

কালো টাকার খোঁজে চিরুনী তল্লশি শুরুর কথা আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্র। এবার তার অঙ্গ হিসেবে জানাল আয়করের নোটিস পাঠানোর কথা। কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের চেয়ারম্যান সুশীল চন্দ্র জানান, নোট বাতিলের পরে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ২৫ লক্ষের বেশি টাকা জমা করেছেন, কিন্তু সময়ে আয়কর রিটার্ন দেননি, এমন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যক্তি ও সংস্থাকে নোটিস পাঠাচ্ছেন তারা। নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৩০ দিনের মধ্যে আয়কর রিটার্ন জমা করার জন্য। বিমুদ্রীকরণের পরে পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে যারা আড়াই লক্ষ টাকা বা তার বেশি জমা দিয়েছেন, এমন ১৮ লক্ষ ব্যক্তি ও সংস্থাকে চিহ্নিত করার বিষয়টি আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্র। এখন তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, এদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার বেশি জমা করা ১ লক্ষ ১৬ ব্যক্তি ও সংস্থাকে ইতোমধ্যেই নোটিস পাঠানো হয়েছে। ধাপে ধাপে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বাকিদের হিসেবও।

একই সময়ে ১০-২৫ লক্ষ টাকা জমা করেছেন কিন্তু রিটার্ন দেননি, এমন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছেও এর পরে নোটিশ যাবে যার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার। শুধু তাই নায়, নগদে মোটা টাকা জমা দিয়ে থাকলেই পড়তে হবে তদন্তের মুখে। তা সে যতই আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া থাকুক। কেন্দ্রের হিসেবে, নোট বাতিলে পরে এখনও পর্যন্ত ১৭.৭৩ লক্ষ লেনদেনকে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। ২৩.২২ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখন ৩.৬৮ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেনকে খতিয়ে দেখার জন্য বেছেছেন কর কর্তারা। ইতোমধ্যে ১৬.৯২ লক্ষ অ্যাকাউন্টের জন্য ১১.৮ লক্ষ জনের কাছ থেকে তথ্য তলব করে তা পাওয়াও গিয়েছে।

- **ব্যাপকভাবে সংশোধিত আয়কর রিটার্নে চিরুনী তল্লাশী:**

আগেই এ নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পর্ষদ। বলেছিল, সংশোধনের সুযোগ নিয়ে রিটার্নে দাখিল করা হিসেব পুরোপুরি বদলালে তা পরীক্ষা করা হবে ও মামলা রুজু করে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ, আয়কর আইনের আওতায় রিটার্ন নতুন করে জমার নিয়ম রয়েছে, কোনও তথ্য বাদ পড়লে তা জানানো বা সাধারণ ভুল সংশোধনের জন্য। বিমুদ্রাকরণের পরে জমা পড়া সংশোধিত আয়কর রিটার্নে এবার 'চিরুনি তল্লাশি' শুরুর নির্দেশ দিল প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ। বিশেষ করে ওই পরিবর্তিত রিটার্নে আয়ের হিসেব-নিকেশ আমূল বদলে ফেললে আয়কর দপ্তরের তদন্তের জাল এড়াতে পারবেন না সংশ্লিষ্ট আয়করদাতা। হিসেবে গরমিল পেলে ও কালো টাকা ধরা পড়লে 'বাড়তি হারে কর' আদায়ের নির্দেশও দিয়েছে পর্ষদ।

প্রত্যক্ষ করের ব্যাপারে পর্ষদ জানিয়েছে, আয়কর আইনের ১১৫ বিবিই ধারায় উঁচু হারে কর বসানো যাবে; ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে লোকসান বা বাড়তি খরচ দেখালেও সুরাহা মিলবে না। আরও বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী তার ওই বাড়তি আয় বিক্রিখাতে ঘরে এসেছে বলে দাবি করলে আয়কর দপ্তর দেখবে, পরোক্ষ কর জমা বাবদ দাখিল করা রিটার্নের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রয়েছে কি না। তাই পরীক্ষা করা হবে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক/ভ্যাট সংক্রান্ত রিটার্ন।

- **নতুন দেউলিয়া বিধিতে রাষ্ট্রপতির সায় :**

স্বেচ্ছায় ঋণখেলাপি যাতে নিলামে ওঠা নিজেদের সংস্থা ফের ঘুরপথে হাতে নিতে না পারেন, সেজন্য অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) জারির কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। গত ২৩ নভেম্বর ওই অধ্যাদেশে সায় পেতে তা পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে। তাঁর কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই সরকারিভাবে ওই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার। এদিন বিবৃতিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, স্বেচ্ছায় ঋণখেলাপের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার। এদিন বিবৃতিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, স্বেচ্ছায় ঋণখেলাপের ইতিহাস রয়েছে কিংবা ঋণ (এমনকি তার সুদও) অন্তত এক বছরের জন্য শোধ না করায় তা বদলে গিয়েছে অনুৎপাদক সম্পদে, এমন সংস্থাকে নিজের সম্পদ ফেরানোর নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। একই কথা প্রযোজ্য আগে ব্যাঙ্কের তাড়া সত্ত্বেও ঋণশোধে আগ্রহ না দেখানো সংস্থার ক্ষেত্রে।

গত বছর দেউলিয়া বিধি চালুর পরে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করতে না পারা ১২-টি সংস্থাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে তাদের সম্পত্তি নিলামে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রকের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে নিজেদের সংস্থার সম্পত্তি কিনতে নিলামে আগ্রহ দেখায় এই তালিকায় থাকা জনৈক কোম্পানির মালিকরা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতে তো অনেক কমে তা বিক্রি হওয়ার সম্ভবনা, নিজেদের সম্পদ ফিরে পাবে তারা। উপরন্তু বইতে হবে না করের বোঝাও। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

গুণিজন ব্যক্তিদের কি ডাকা হয়?

গুণিজন ব্যক্তিদের কি সঠিকভাবে ডেকে আনা হয়? যাঁদের প্রতিভা রয়েছে বা যাঁরা একসময়ে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের সেরাটা তুলে ধ'রে, সেদিন মালায় বরণ করা হয়েছিল। ব্যাস, ওইখানেই ইতি হয়ে গেছে। তারপরেও দেখা যায় গুণিজনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তবে কোথায় যেন একটা শূন্যস্থান থেকেই যায়। যাঁরা অনেক কিছু অবদান রেখেছেন, আজও রয়েছেন তাঁরা, তবুও তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না। এটা হয় একটাই কারণে, সঠিকভাবে না জানা থাকার দরুণ। তাই গুণি ব্যক্তিরা পান না একটা মঞ্চ। যাঁরা পান তাঁদের ভূমিকাটা কতখানি সেটা অবশ্যই বিচার করে দেখা উচিত। যেখানে গুণিজন সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, গুণের মাপকাঠি বিচার করেই দেওয়াটাই ভালো। তিনি বা তাঁরা এসে বলতে পারবেন কীভাবে একটা জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন। যা শোনার জন্য মানুষও অপেক্ষায় থাকবেন। অনেক গল্প প্রকাশ হয় না। সেই গল্পগুলি তাঁদের মুখ থেকে শোনা যায়। গুণিজন মানেই অধিক শিক্ষিত হতে হবে, অথবা প্রচুর অর্থ থাকলেই চলবে, এটা নয়। তাঁর বা তাঁদের কর্মময় জীবন ঠিক কতখানি মানুষের পাশে ছিল, ঠিক কতখানি মানুষকে ভালোবেসে আপন করে নিতে পেরেছিলেন, এটাই তো আসল গুণ। আর গুণ থেকেই গুণিজন কথাটা এসেছে। এইসব মানুষদের খুঁজে নিয়ে গুণিজন সম্বর্ধনায় তুলে ধরতে হবে। একটা নামতার বইতে একে চন্দ্র থাকে, আবার একে শূন্য দশ, দশে শূন্য শতক থাকে। এখানে এক থেকেই শুরু হয়, তারপরে ধীরে ধীরে একশোয় চলে যায়। যার মধ্যে সত্যিকারের গুণ রয়েছে, তাঁকেই ডেকে নিতে হবে। তবেই গুণিজন সম্বর্ধনা সত্যিকারের সাফল্য পাবে।

বিবেক রায় দে, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

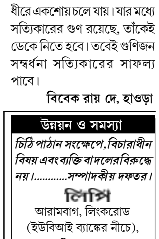

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়